জুপিটার প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি

ফুলশয্যা

পরিচালনা • সাবথ্রী ❀ সঙ্গীত • অসীমা ভট্টাচার্য ❀ পরিবেশনায় • সাহা ফিল্মস ❀

জুপিটার প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

ফুলশয্যা

কাহিনী ও সংলাপ। তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য। পরিচালনা। সারথী
সঙ্গীত। অসীমা ভট্টাচার্য

নেপথ্য গায়ক। গায়িকা
মান্না দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিণ্টু ভট্টাচার্য ও হৈমন্তী শুক্লা
গীতিকার। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ। বিজয় দে
শিল্প নির্দেশনা। সুনীতি মিত্র
সম্পাদনা। অমিয় মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত গ্রহণ। সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা। গৌর দাস

শব্দগ্রহণ। [অন্তর্দৃশ্যে]
অতুল চট্টোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ [বহির্দৃশ্যে]
অবনী চট্টোপাধ্যায়

কেশ সজ্জা। অসিত দাস, চণ্ডী সাহা
প্রধান কর্মসচিব। প্রশান্ত পাট্টাদার

আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও স্টুডিও সাঙ্গাই কো-অপারেটিভ লিঃ-এ অন্তর্দৃশ্য গৃহীত

প্রধান সহকারী পরিচালক :
কাজল মজুমদার

সহকারী পরিচালক :
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনায় সহকারী : কুমার আবীর বসু
বাবলু সমাদ্দার

সহকারী চিত্রশিল্পী : শান্তি দত্ত
সহকারী শিল্পনির্দেশক : বুদ্ধদেব ঘোষ
সহকারী সম্পাদক : জয়দেব বসু
সহকারী সঙ্গীত পরিচালক :
অলোক নাথ দে
সহকারী সঙ্গীত গ্রাহক : বলরাম বারুই

অন্যান্য বিভাগের সহকারী কলাকুশলীবৃন্দ
রথীন ঘোষ, কালীচরণ দাস, হরেকেষ্ট, নারায়ণ গুপ্ত, তিনু বনিক, শম্ভু, নিতাই, অপু, শৈলেন, হরিপদ, গুণনিধি, ভোলা নাথ সরকার, গোপাল ঘোষ, রবীন চৌধুরী, গাজন পরিধা, কৃষ্ণ ঘোষ, নাটা, মানব ব্রহ্ম প্রভৃতি।

পরিচয় লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত
স্থির চিত্র : শ্যামল কুণ্ডু ও
স্টুডিও বলাকা

প্রচার অংকনে : এস, কে পাবলিসিটি

ফুলশয্যা

প্রচার পরিকল্পনা : স্বপন ঘোষ।

কাহিনী

ফুলশয্যা

শোভন, চন্দন, রজত, বিনায়ক ও তারক। পাঁচ অন্তরঙ্গ বন্ধু পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত। শোভন ও বিনায়ক এক সঙ্গে বাস করে। বিনায়কের বিয়ে তাই একটা ঘরের প্রয়োজন। অনেক খোঁজাখুজির পর ভাড়া করা ঘরের সন্ধান মিলল না। মহা সমস্যায় পড়ল শোভন। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে একটা বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। বিধুবাবু অবিবাহিত ছেলেকে ঘর ভাড়া দিতে অসম্মত হলেন। চার বন্ধু বিধুবাবুর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফেরার মুখে শোভন গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বিধুবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা শোভনের চেহারার সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া তাঁর পাইলট ছেলের সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। পুত্রহারা মাতৃ হৃদয় বিস্ময় বিহ্বলতায় বিগলিত হলো এবং বিধুবাবুকে ঘর ভাড়া দিতে বাধ্য করলেন। পুত্রহারা অন্নপূর্ণা শোভনের কাছে প্রথম থেকেই স্নেহশীলা মাতৃমূর্তির প্রতীক। শোভনও হারিয়ে যাওয়া মাকে অন্নপূর্ণার মধ্যে খুঁজে পেল।

পঞ্চপাণ্ডব নিজেদের মধ্যে সপ্তাহে একদিন আনন্দ স্ফূর্তি করে ও ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করে। এমনি একদিন চন্দন রয়ে গেল শোভনের কাছে। ঘুমঘোরে শোভন ও চন্দন শুনতে পেল দরজায় গভীর রাতে কড়া নাড়ার শব্দ। ভয়ে আতঙ্কে দুজনেই জড়সড় হয়ে অবশেষে দরজা খুলল এবং সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল এক যুবতী। দুই বন্ধু ভাবল যুবতী পাগল। যুবতীকে রাত্রে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে শোভন ও চন্দন বারান্দায় গিয়ে রাত কাটাল। যুবতী থেকে গেল সেই থেকে। পাঁচ বন্ধু মিলে নানা সন্দেহে যুবতীকে তাড়াবার চেষ্টা করে বিফল হলো। মেয়েটারও যাবার নাম নেই। অন্নপূর্ণার সম্মুখীন হতেই যুবতী অর্থাৎ সুচন্দ্রা এমন ভাব করল যে সে শোভনের পূর্বপরিচিতা ও শোভনের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক আছে। অন্নপূর্ণা, বিধুবাবু ও বন্ধুরা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে মেয়েটি শোভনের পূর্বপরিচিতা ও দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শোভন পড়ল অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। শোভন সুচন্দ্রাকে তাড়াতে বিফল হয়ে আস্তে আস্তে যেন তার মনের কাছাকাছি এসে গেল। সুচন্দ্রাও পরম নির্ভরশীল শোভনের মনের পরিচয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো এবং শোভনের প্রতি কিছুটা অনুরক্তও হলো। ওদের সম্পর্ক নিয়ে পাড়ার ছেলেদের কাছে যা তা কথা শুনে স্পষ্ট করে বিধুবাবু জানিয়ে দিলেন শোভনকে। হয় বিয়ে কর নয় ১৫ দিনের মধ্যে ঘর ছাড়। সুচন্দ্রার কাছে বিয়ের কথা উত্থাপন করল শোভন। শোভনের ভালবাসাকে অস্বীকার করল না সুচন্দ্রা কিন্তু কিছু প্রশ্ন এল বিপ্লব মিত্রকে ঘিরে। কে এই বিপ্লব মিত্র? যে শোভন সুচন্দ্রার মিলনের মাঝখানে পাহাড়প্রমাণ বাধার মত দাঁড়িয়ে আছে! কোথা থেকে সে এল? প্রশ্নের সব উত্তর জানতে হলে আপনাকে দেখতেই হবে এ ছবি।

প্রধান নারী চরিত্রের শিল্পী ঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন ঃ অনিল চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সরযূ বালা দেবী, অনুপ কুমার, নির্মল কুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অমর নাথ মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বেন্দ্র।

অতিথি শিল্পী ঃ মাধবী দেবী।

অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী ঃ আরতি চক্রবর্ত্তী, পুতুল চক্রবর্ত্তী, হরেণ রায় চৌধুরী, ডাঃ পাল, মিঃ বি, এন, ভট্টাচার্য, সবল চ্যাটার্জী, মিঃ গাঙ্গুলী, মিস বোস, সুশীল, রাজেশ, রতন, বাবলু, দেবনাথ, প্রভাত, বাচ্চু, প্রশান্ত, রীণি, পতিরাম, অমল, জয়া মণ্টু, অজিত, মিণ্টি, অলক, নির্মল, কৃষ্ণা, মাঃ কৌশিক এবং কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুলশয্যা

গান / এক

বা বা বা বা বা বারে বা
হে জগদীশ্বর একি তুমি করলে
টেণ্ডার দিলে না মিটিং ডাকলে না
একলাই খুশীমত পৃথিবীটা গড়লে।
বা বা বা বা বা বারে বা·····
একলাই খুশীমত পৃথিবীটা গড়লে।

বা বা বা বা বা বা বারে বা
জগদীশ্বর— একি তুমি করলে
তুমি করলে এই মানুষকে সৃষ্টি
ভাল মানুষ, অমানুষ, বনমানুষ,
বুড়োমানুষ ছেলে মানুষ, মেয়ে মানুষ।
তুমি করলে এই মানুষকে সৃষ্টি ···· (২)

তাকে মুখ দিলে বলবার
চোখ দিলে দেখবার
দিলে শুভ দৃষ্টি।
এইবার ওগো প্রভু এইবার—
বাড়ী খুঁজে দাও তুমি
পাতবে যে সংসার—
ছাড়বো না
তুমি কেটে পড়লে
মিটিং ডাকলে না
একলাই খুশী মত পৃথিবীটা গড়লে
বা বা বা বা বা ·· ··· করলে।
তুমি সিংহ বাঘকে দিলে
গহন অরণ্য—
আর মৎস্যকে দিলে নদী
থাকবার জন্য—
আমাদেরও বাড়ী দাও
মানে দক্ষিণটা একটু খোলা হবে

একটু নিরিবিলি হবে, আর
পাড়াপড়শীরা একটু বোবা, কালা,
আর কানা হবে।
এমন একটি বাড়ী দিয়ে কর তুমি ধন্য—

তোমার আশিষে ভালবাসা পাইনে
সেই ভালো বাসবার আরো ভালোবাসবার
ভালবাসা চাই যে, এইবার ওগো প্রভু—
এইবার বাড়ী খুঁজে দাও তুমি
আরও ভাল বাসবার।
ছাড়বোনা কেটে তুমি পড়লে
বা বা বা বা বা ····· ··
····· পৃথিবীটা গড়লে।

গান / দুই

সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে
সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে
ওরে বউ বরণের ডালি সাজা

উলু দেরে শঙ্খ বাজা
ওরে বউ বরণের ডালি সাজা
উলু দেরে শঙ্খ বাজা
তোল না বরণ করে।
সাতশো মেয়ে·····
····· একে এনেছি ঘরে
মিণ্টি রাতে উঠবে যখন
একটু চাঁদের আলো
মিণ্টি রাতে উঠবে যখন
একটু চাঁদের আলো
ফুলশয্যার লগ্নটি এর লাগবে বড় ভালো (২)
চন্দনেরি কল্‌কা দিয়ে
চন্দনেরি কল্‌কা দিয়ে
চাঁদ মুখ তার দিস ভরিয়ে
খোঁপাতে দিস বিনি সুতোর
বন পুঁথির গোড়ে
সাতশো মেয়ে··· ·····
····· একে এনেছি ঘরে
ভালোবেসে ধন্য হওয়া ভালোবাসা পাওয়া(২)
বহুদিনের স্বপ্ন এ যে বহুকালের চাওয়া (২)
মনের মাঝে সব হারিয়ে (২)
অনেক দিয়ে অনেক নিয়ে—
অনেক সুখের চোখের জলে
উঠুক জীবন ভরে।
সাতশো মেয়ে দেখে একে এনেছি ঘরে। (২)

ফুলশয্যা

গান / তিন

ওগো সুন্দরী মরি মরি
ওই সুখেরও লাগিয়া
আমেরিকা হতে হনলুলু দিনু পাড়ি
না না টালা হতে আমি
টালিগঞ্জে দিনু পাড়ি····· ····

হালকা লাগছে এ দুটি চরণ
লঘু হয়ে আসে দেহ
এইবার আমি উড়িব আকাশে·····

বাহুরও বাঁধনে বাঁধিব যতনে
খাটিবে না জুড়ি জাড়ি
তুমি যত বারই কর আড়ি
যত বড় মুখ হাঁড়ি
তবু খাটিবে না জুড়ি জাড়ি

রাগিলে তোমাকে এত অপরূপা
লাগিবে ভাবিনি আগে
যত ভাল আগে লাগিত তোমাকে
আরও বেশি ভাল লাগে
আমার ইচ্ছে করে যে
অভিলাষ হয়
তোমার হৃদয় দিয়া
আমি অর্ধে অর্ধে পূর্ণ হইব
তোমার হিয়া নিয়া (২)

হুঁ হুঁ চেঁচিও না হে
আমার জমাটিয়ে নেশা
চেঁচিও না হে
ভুল না রমণী খ্যাতিময়ী তুমি
হইয়া অবলা নারী

এ যে আমারই হৃদয় রেখেছি সমুখে
তুলে নাও তাড়াতাড়ি
এতে ভরা আছে প্রেম
ওজনটি তাই হয়েছে ছ' কেজি ভারী
তুলে নাও, তবু তুলে নাও, তবু তুলে নাও
তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি·····তাড়াতাড়ি··· ।

গান / চার

ভাবনার পথ দিয়ে চলতে চলতে মন
হারায় যখন জানি না কি হয় তখন
জানিনা কি হয় তখন
কোন স্বপ্নকে চোখে করে
খুঁজতে খুঁজতে চোখ তাকায় যখন
জানি না কি হয় তখন·····

কোথা থেকে কি যে হয় কে জানে
কোন্ বাধা ভেসে যায় কে জানে
আর কোন্ দূর কত দূর
ভাবতে ভাবতে কাছে দাঁড়ায় যখন
জানি না কি হয় তখন

জানি না একি ভয় একি পরাজয়
বুঝি না একি ভয় একি নির্ভয়
ভেঙ্গে গেলে সব কিছু পাহারা
গান হয়ে যায় কেন কথারা
শুধু এই প্রাণ সেই গান গাইত
গাইতে প্রাণ কাঁপায় যখন
জানিয়ে জানিয়ে জানি নে কি হয় তখন

এক ভাবনায় পথ ধরে চলতে চলতে
মন হারায় যখন
জানি না কি হয় তখন (২)।

আমাদের পরবর্তী
তিনটি ছবি

বিদ্যাপতি

মানুষ অমানুষ

মীরাবাঈ

সাহা ফিলমস ।
৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলিকাতা-১৩
ফোন ২১৩০১৫ এবং ২৪৪৪৬৩

ডিকো প্রিন্ট কলিকাতা-৩৮ হইতে মুদ্রিত